দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 25 SEP 2008 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

চলতি সেশনে ক্লাস শুরুর সিদ্ধান্ত ঝিমিয়ে গেছে

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু নিয়ে অনিশ্চয়তা

নাছির উল আলম বরিশাল থেকে : বেসরকারি বাড়ি ভাড়া করে চলতি সেশনেই বরিশালে, চট্টগ্রাম ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শুরুর সিদ্ধান্তটি ঝুলিয়ে গেছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের চাড়পত্র না পাওয়া অজুহাতে। এর মধ্যে বরিশালে একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় প্রায় ১৯ বছর আগে। গত ফেব্রুয়ারীতে বংশালে ও গত পাবনায়ও অনুষ্ঠিত একটি [illegible] সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রথম উপদেষ্টা হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলতি সেশন থেকে ছাত্রছাত্রী ভর্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাছে একটি সম্ভাব্য হয়েও চাওয়া হয়। সে প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন- ইউজিসি থেকে বরিশাল ও রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এক বছরের বাড়ি নির্মাণের জন্য ১.৭২ কোটি টাকা করে ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১.৪৫ কোটি টাকার একটি সম্ভাব্য কাজটি মন্ত্রণালয়ে পেশ করার পর তা অনুমোদন করে অর্থের সংস্থানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়কে চিঠি দেয়া হয় গত জুলাইয়ে।

কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে এখনো সে সংক্রান্ত কোন সদুত্তর সংকেত আসেনি। [illegible] এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার্সিটি [illegible] নিয়োগের সিদ্ধান্তটিও চূড়ান্ত না হওয়ায় ভর্তি প্রক্রিয়াও অনিশ্চিত [illegible]। ফলে ডিসি নিয়োগের পরে একাডেমিক কাউন্সিল গঠিত হবে। সেখান থেকে ভর্তি কমিটি তৈরি হবে। আর এসব প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হলে ভর্তি কার্যক্রমও শুরু করা যাচ্ছে না। অথচ ইতোমধ্যেই সেশনের প্রায় দুই বিশ্ববিদ্যালয়েই ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। ফলে চলতি সেশনে বরিশাল, পাবনা ও রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আগামী শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা যাবে কিনা সে বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট ইউজিসি ও বরিশালের মহল।

কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মত এত বড় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বড় মাপের বাড়ি ভাড়া পাওয়া এবং তাতে শিক্ষা ও প্রাত্যহিক কার্যক্রম শুরু করে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ক্লাস শুরু করতে ন্যূনতম ছয়মাস সময় প্রয়োজন হতে পারে। অথচ অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে এখনো দেশের ৫ ৩টি বিশ্ববিদ্যালয় চালুর লক্ষ্যে কোন অর্থ মঞ্জুরি অনুমোদন করা হয়নি।

তবে প্রাথমিকভাবে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ, কম্পিউটার সায়েন্স, ইংরেজী ও গণিত বিষয় চালুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮টি থেকে ১০টি করে বিষয়ে কার্যক্রম শুরুর সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। এর মধ্যে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ১৩টি বিষয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালুর কথা বলা হয়েছে প্রস্তাব সংলগ্নে।

১৯৭৯ সালের ২৩ নভেম্বর দুটি পরিসরের ভিত্তিতে বরিশালে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ঐ সিদ্ধান্তটি গত প্রায় তিন দশক ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামরিক সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্তাদের ও আমলাদের কুটিলতায় আর বাস্তবায়িত হয়নি। বিগত সরকারের সময়ে এ লক্ষ্যে ভূমি বাড়াই, প্রাক্কলন অনুমোদন ও ডিপিপিপত্র স্থাপন করে প্রস্তাব সংলগ্নে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের পরে এক হুমিনব্যূহ স্বার্থ রক্ষায় নির্ধারিত যে স্থানটিও পরিবর্তন করে বরিশাল-ঝালকাঠি-পটুয়াখালী-ঢাকা জাতীয় মহাসড়কের পাশে নিয়ে যাবার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানা গেছে। বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ বরিশালের জনমত।

এমনকি বিভিন্ন ছোটোখাটো সংস্থা থেকেও দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে সারাদেশের সড়ক যোগাযোগ বৃদ্ধিকারী এ মহাসড়কটির পাশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মত একটি স্পর্শকাতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে না তোলারও পরামর্শ দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি কৃতকী মহল বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পূর্বে বাছাইকৃত এলাকায় প্রায় ৮ একর সরকারী খাস জমি জোরদখলকারী এক ভূমিদস্যুর স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট। ঐ মহলের চক্রান্তেই পূর্বে বাছাইকৃত ও ডিপিপিপত্রে স্থাপন করা স্থানটি পরিবর্তন করে বরিশাল-ঝালকাঠি-পটুয়াখালী-ঢাকা জাতীয় মহাসড়কের পাশে গড়িয়াপাড় এলাকায় প্রস্তাবিত বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবটি অনুমোদন করা হয়েছে।